কূপ হরিজন

1 মার্চ 2023

কুপদের জন্য বাজেট আশীর্বাদ: অমিত শাহ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ, বলেছেন যে এই মন্ত্রটা ' শাহাকার সে শামঋদ্ধি' ভারত সরকার, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

২০২৩ এর বাজেটে এই অভূতপূর্ব সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে যাতে সমবায় খাতগুলোকে আরো শক্তিশালি করা যায়। পৃথিবীর সবথেকে বড়ো বিকেন্দ্রীভূত সংরক্ষণ করার ক্ষমতা বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যাতে যেই চাষীরা সমবায় খাতগুলোর সাথে জড়িত, তারা যাতে তাদের বিক্রি করা জিনিস ঠিক সময় বিক্রি করে ঠিকঠাক দাম পায়, আর সেইটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চাষীদের আয় বাড়ানোর চেষ্টায় একটা বড়ো ভূমিকা পালন করবে।

সরকার প্রত্যেকটা পঞ্চায়তে আরো নতুন বহুমুখী সমবায় সমিতি, প্রাথমিক মৎস্য সমিতি এবং দুগ্ধ সমবায় সমিতি বানাবে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে। একটা সুবিধা চিনি সমবায়দের দেওয়া হয়েছে যে তারা ২০১৬-১৭ মধ্যে চাষীদের যেই পারিশ্রমিক দিয়েছে, সেইটা তাদের খরচের মধ্যে দেখতে পারবে, এই সুবিধায়, চিনির কলগুলো ১০,০০০ কোটি টাকার ত্রাণ পাবে।

কেন্দ্রীয় সহযোগিতা মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে উৎপাদন খাতের সমবায় সমিতিগুলোকে ৩১শে মার্চ ২০২৪ অব্দি শুধুমাত্র ১৫% ট্যাক্স নেটে রাখার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। প্রাথমিক কৃষি ক্রেডিট সোসাইটি (পিএসিএস) এবং প্রাথমিক সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির (পিসিএআরডিবি-র) জন্য নগদ টাকা তোলার উপর টিডিএস সীমা ৩ কোটি টাকা এবং নগদ জমা এবং ঋণের জন্য সদস্য প্রতি ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সীমা করাটা খুব প্রশংসনীয় একটা সিদ্ধান্ত।

সূত্র: পিআইবি

জাতীয় স্তরের মাল্টিস্টেট সমবায় রপ্তানি সমিতি

ইউনিয়ন মন্ত্রিসভা যা সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, জাতীয় স্তরের সমবায় রপ্তানি সমিতি বানাতে আর প্রচার করতে মেনে নিয়েছেন মাল্টিস্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটিস (এমএসসিএস) অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে, কিছু মন্ত্রীর সমর্থনে, যেমন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য বিভাগ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, তাদের রপ্তানি সম্পর্কিত নীতি, স্কিম এবং সংস্থাগুলির মাধ্যমে সমবায় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির দ্বারা উৎপাদিত সমস্ত পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি করার জন্য 'সরকারি পদ্ধতির সম্পূর্ণ' অনুসরণ করে।

প্রস্তাবিত সমিতি রপ্তানি পরিচালনা ও প্রচারের জন্য একটি ছাতা সংস্থা হিসেবে কাজ করে সমবায় খাত থেকে রপ্তানিকে জোরদার করবে। এটি সারা বিশ্বের বাজারে ভারতীয় সমবায়ের রপ্তানি সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই প্রস্তাবিত সোসাইটি 'সরকারি পদ্ধতির সম্পূর্ণ' মাধ্যমে ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের বিভিন্ন রপ্তানি সংক্রান্ত স্কিম এবং নীতির সুবিধা পেতে সমবায়কে সাহায্য করবে। এটি ' শাহাকার সে শামঋদ্ধি ' -এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে যদিও সমবায়ের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি মডেল যেখানে সদস্যরা তাদের পণ্য ও পরিষেবা রপ্তানির মাধ্যমে ভাল দাম আদায়ের মাধ্যমে এবং উদ্বৃত্ত থেকে লভ্যাংশ বিতরণের মাধ্যমে উভয়ই উপকৃত হবে যা সমাজ দ্বারা উৎপন্ন।

রপ্তানিতে সমবায়ের প্রয়োজন

- ৮.৫৬ নিবন্ধিত সমবায় সঙ্গে ২৯ কোটির বেশি সদস্য।
- সমবায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক হলো রূপান্তরের চাবিকাঠি।
- সমবায়গুলিকে বিশ্বব্যাপী চিন্তা করতে হবে এবং সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের তুলনামূলক সুবিধার জন্য স্থানীয়ভাবে কাজ করতে হবে।

রপ্তানি সমিতি স্থাপনের প্রেরণা

- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার মূল্যায়ন এবং সমবায় পণ্য/ পরিষেবার রপ্তানি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।
- দেশের রপ্তানিতে সমবায়ের সরাসরি অংশগ্রহণ।
- রপ্তানিযোগ্য অভ্যন্তরীণ উদ্বৃত্ত, কার্যকারী মূলধন, রসদ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণের সমষ্টির জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার বিধান।
- প্যাকেজিং, লেবেলিং সঞ্চয়, ক্রয়, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, ব্র্যান্ডিং, সার্টিফিকেশন, গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি এবং সমবায় দ্বারা উৎপাদিত সমস্ত ধরণের পণ্য ও পরিষেবার ব্যবসা।
- সমবায় দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্য ও পরিষেবাগুলির রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভর ভারতের প্রচার করতে "মেক ইন ইন্ডিয়া" প্রচার।
- এর জন্যে সমবায় খাতগুলোতে আরো কর্মসংস্থান বাড়ানোর চেষ্টা।

রপ্তানি সমিতির ব্যবস্থাপনা

- তিনটে প্রধান সমবায় আইআইএফকো, ক্রিভো, এনএইএফড, জীশিএমএমএফ, এবং এনসিডিসি এক একজন ১০০ কোটি টাকা দান করবে।
- সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন হবে ২,০০০ কোটি টাকা, এবং পরিশোধিত শেয়ার মূলধন হবে৫০০ কোটি টাকা।
- সারা দেশে অপারেশনের ক্ষেত্র এবং নতুন দিল্লিতে নিবন্ধিত অফিস করা।
- সমবায়রা - প্রাথমিক থেকে জাতীয় - এই সমাজের সদস্য হওয়ার জন্যে যোগ্য।

রপ্তানি সমিতির কাজ

- লক্ষ হলো দেশের উদ্‌বৃত্ত সমবায় খাতের সাথে রপ্তানি করা।
- আরো বড়ো বাজারে প্রবেশ করার জন্য ভারতীয় সমবায় খাতকে তৈরি করা।
- গোটা বিশ্বে ভারতীয় সমবায় পণ্য / পরিষেবার চাহিদা বাড়ানো।

রপ্তানি সমিতির সুবিধা

- গোটা বিশ্বে বাজারে ভারতীয় সমবায়ের রপ্তানি সম্ভাবনা উন্মুক্ত করা। সমবায়ের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মডেল দ্বারা 'শাহাকার সে শামঋদ্ধি' এর লক্ষ্য পৌঁছানো।
- ভালো দাম আদায় করা, পণ্য ও সেবা রপ্তানির মাধ্যমে এবং সমাজের উৎপন্ন উদ্‌বৃত্ত থেকে লভ্যাংশ বিতরণের মাধ্যমে।
- এই উদ্যোগের দ্বারা ২৯ কোটি সমবায়ের সদস্য সুবিধা পাবে।

জৈব পণ্যের জন্য জাতীয় স্তরের সমবায় সমিতি

ইউনিয়ন মন্ত্রিসভা, যা মন্ত্রীত্ব করেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ১১ই জানুয়ারি, ২০২৩ এ একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন, এবং মেনে নেন ২০০২ সালের মাল্টিস্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ (এমএসশিএস) আইনের অধীনে জৈব পণ্যের জন্য জাতীয় স্তরের সমবায় সমিতির প্রচারের জন্যে, কিছু মন্ত্রণালয়ের সমর্থনে যেমন বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (এম/ ডোনাড়) তাদের 'সম্পূর্ণ সরকারী পদ্ধতি', নীতি, স্কিম এবং সংস্থার মাধ্যমে।

প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য করেছেন যে " শাহাকার সে শামঋদ্ধি " এর রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমবায়ের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং সফল ও প্রাণবন্ত ব্যবসায়িক উদ্যোগে রূপান্তর করার জন্য সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা করা উচিত। এইভাবে সমবায়ের জন্য বিশ্বব্যাপী চিন্তা করা এবং তাদের তুলনামূলক সুবিধার জন্য স্থানীয়ভাবে কাজ করা অপরিহার্য।

সেইজন্যে, জাতীয় স্তরের সমবায় সমিতি বানানোর দরকার এমএসশিএস আইনের দ্বিতীয় তফসিল (২০০২) এর অধীনে যাতে জৈব খাতের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ছাতা সংস্থা হিসাবে কাজ করে সমবায় খাত থেকে জৈব পণ্যগুলিতে জোর দেওয়া যায়।

জৈব খাদ্য বাজারের সম্ভাবনা

- বিশ্বের জৈব খাদ্য বাজারের (২০২০) মোট আকার হলো ১০ লক্ষ্য কোটি টাকা মতো।

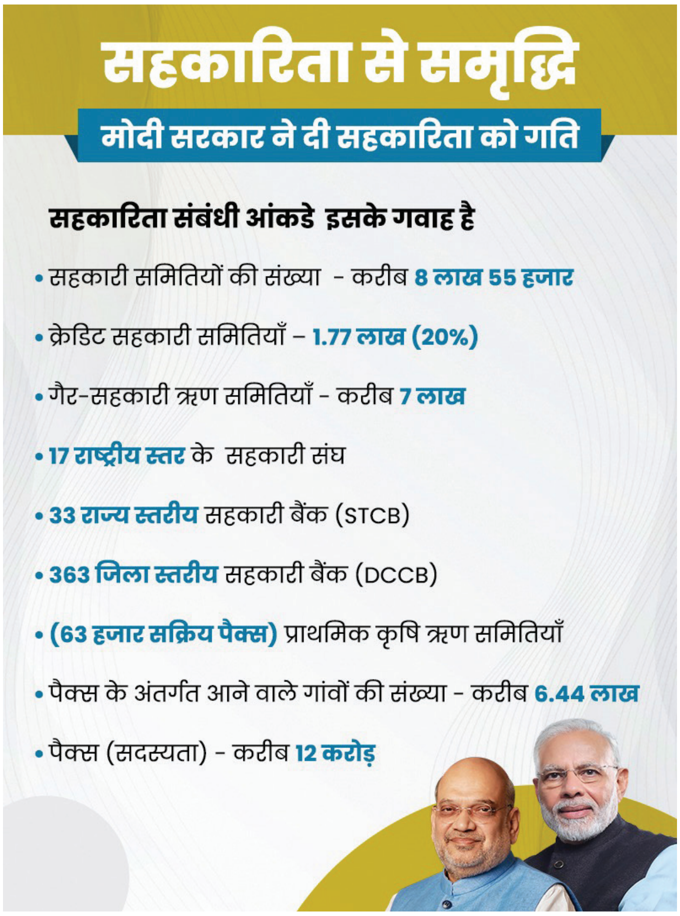

- ২৭ লক্ষ হেক্টর জৈব জমির জন্যে ভারত ৪ নম্বর স্থানে পৌঁছায়।
- গোটা বিশ্বের ৩৪ লক্ষ জৈব প্রযোজকের মধ্যে, ১৬ লক্ষ হলো ভারত থেকে।
- ভারতে রয়েছে, বিশ্ব জৈব বাজারের মাত্র ২.৭০% এবং সেইটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে।

জৈব কেনো ?

- পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য জৈব পণ্যের চাহিদার মূল চালক।

ভারতে জৈব উৎপাদনের সম্ভাব্য

- বৈচিত্র্যময় কৃষি জলবায়ুর কারণে, নানান রকমের জৈব উৎপাদন করার মতো ক্ষমতা ভারতে প্রচুর পরিমাণে আছে।
- দেশের অনেক জায়গায় উত্তরাধিকার সূত্রে জৈব চাষের প্রাপ্ত ঐতিহ্য একটি অতিরিক্ত সুবিধা এনে দেয়, যেমন উত্তর পূর্ব অঞ্চলে (এনইআর), যেখানে ২০১৬ তে সিকিমকে পুরোপুরি একটা জৈব উৎপাদনের রাজ্য ঘোষিত হয়।

জৈব বাজারে সমবায় কেনো ?

- ৮.৫৪ লক্ষ নিবন্ধিত সমবায় সঙ্গে ২৯ কোটি সদস্য।
- সমবায়গুলিকে জৈব ক্লাস্টার এবং তার সম্পূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলের বিকাশের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

জৈব সমাজ - বড় সমবায়ের সুবিধা

- নেতৃস্থানীয় সমবায় জীশিএমএমএফ, এনএইএফড, এনসিসিএফ, এনডিডিবি এবং এনসিডিসি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এগিয়ে এসেছে জৈব সমবায় সমাজ তৈরি করার জন্যে।

- ৫০০ কোটিটাকা সমাজের একটি অনুমোদিত শেয়ার মূলধন থাকবে, যার প্রাথমিক পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ১০০ কোটি হবে।
- সারা দেশে এটির কার্যক্রমের ক্ষেত্র থাকবে, এনডিডিবি, আনন্দ, গুজরাটে নিবন্ধিত অফিস সহ।

জৈব সমাজ কাঠামো এবং সুবিধা

- রপ্তানির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার বিধান যেমন, সমষ্টি, শংসাপত্র, পরীক্ষা, সংগ্রহ, স্টোরেজ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্র্যান্ডিং, লেবেলিং, প্যাকেজিং, লজিস্টিক সুবিধা, জৈব পণ্যের বিপণন এবং জৈব কৃষকদের আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।
- এম্পানেলের স্বীকৃতি দেওয়া জৈব পরীক্ষাগার এবং নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করতে সার্টিফিকেশন সংস্থা।
- সব জৈব পণ্য পরিচালনা করা।
- আমুল এবং অন্যান্য সংস্থার ব্র্যান্ড এবং বিপণন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিশ্ব বাজারে জৈব পণ্যের নাগাল ও চাহিদা বাড়ানো।
- জৈব উৎপাদকদের প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এবং জৈব উৎপাদনের জন্য ডেডিকেটেড মার্কেট ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমের বিকাশ ও বজায় রাখা।
- বিশ্ব বাজারে এবং অভ্যন্তরীণে জৈব পণ্যের চাহিদা এবং ব্যবহারের সম্ভাবনা উদঘাটন করা।

জাতীয় স্তরের মাল্টিস্টেট সমবায় বীজ সমিতি

ইউনিয়ন মন্ত্রিসভা, যা মন্ত্রীত্ব করেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন, জাতীয় স্তরের মাল্টিস্টেট সমবায় বীজ সমিতিকে বানানোর এবং প্রচার করার, ২০০২ সালের মাল্টিস্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ (এমএসসিএস) আইনের অধীনে যা উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্র্যান্ডিং, লেবেলিং, প্যাকেজিং, স্টোরেজ, বিপণন এবং মানসম্পন্ন বীজ বিতরণের জন্য একটি শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কাজ করবে; কৌশলগত গবেষণা ও উন্নয়ন; এবং দেশীয় প্রাকৃতিক বীজ সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য একটি ব্যবস্থা গড়া,; সারা দেশে বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় বিশেষ করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) এবং ন্যাশনাল সিড কর্পোরেশন (এনএসসি) তাদের স্কিম এবং সংস্থাগুলির মাধ্যমে 'সরকারের সম্পূর্ণ পদ্ধতি' অনুসরণ করে।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী লক্ষ্য করেছেন যে সমবায়ের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং তাদের সফল ও প্রাণবন্ত ব্যবসায়িক উদ্যোগে রূপান্তর করে 'শাহাকার সে শামঋদ্ধি'-এর রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা উচিত কারণ সমবায়গুলি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক রূপান্তরের চাবিকাঠি ধারণ করে।

কৃষি-উন্নয়নের জন্য মানসম্পন্ন বীজ কেনো ?

- ভারত, বিশ্বের মোট ভূমির মাত্র ২.৩% অংশের অংশ নিয়ে তার বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, যা গোটা বিশ্বের জনসংখ্যার ১৭.৭%। চাষের আওতাধীন এলাকা বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই, এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাই মানসম্পন্ন বীজের ওপর জোর দিয়ে চাষকৃত জমির প্রতি ইউনিট উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে।
- এটা অনুমান করা হয়েছে যে মোট উৎপাদনে সরাসরি ভালো বীজের অবদান ফসলের উপর প্রায় ১৫ – ২০ % নির্ভর করে, এবং অন্যান্য দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি আরও ৪৫% পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

মানসম্পন্ন বীজে সমবায় কেন ?

- দেশে ২৯ কোটির বেশি সদস্য সহ ৮.৫৪ লাখ নিবন্ধিত সমবায় রয়েছে। যেহেতু কৃষকরা বীজের প্রাথমিক উৎপাদক এবং ভোক্তা উভয়ই এবং ভারতীয় কৃষকদের অধিকাংশই অন্তত একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য, তাই এই সমবায়গুলি কাঙ্খিত বীজ প্রতিস্থাপন হার (এসএসআর) এবং ভ্যারাইটাল রিপ্লেসমেন্ট রেট (ভীআরআর) অর্জনের জন্যও নিযুক্ত হতে পারে। যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা নিয়ে।
- সমবায়ের শক্তি, এইভাবে, কৃষকদের মধ্যে এর বৃহৎ সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে, আপগ্রেড টেস্টিং সুবিধার সম্প্রসারণ এবং বীজ বৈচিত্র্য পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যা ফলনের ব্যবধান কমাতে সাহায্য করতে পারে।

বীজ সমিতি স্থাপনের প্রেরণা

- উদ্দেশ্য হল ২০০২ সালের মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি অ্যাক্টের অধীনে জাতীয় স্তরের মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ সিড সোসাইটি স্থাপন এবং প্রচার করা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য – উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্র্যান্ডিং, লেবেলিং, প্যাকেজিং, স্টোরেজ, বিপণন এবং বিতরণ। সমস্ত সম্ভাব্য বিপণন চ্যানেলের মাধ্যমে নিজস্ব ব্র্যান্ড নামে গুণমানের বীজ।

বীজ সমিতির ব্যবস্থাপনা

- ৫০ কোটি টাকা অবদান রাখার এবং বীজ সমবায় সমিতির প্রবর্তক সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিনটি নেতৃস্থানীয় জাতীয় সমবায় যেমন. ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড (আইএফএফকো), কৃষক ভারতী কো-অপারেটিভ লিমিটেড (কেআরআইবিএইচকো) (প্রধান প্রচারক) এবং ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএএফইডি) সহ দুটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যেমন ন্যাশনাল ডেইরি

ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (এনডিডিবি) এবং ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনসিডিসি)।
৫০০ কোটি টাকার একটি অনুমোদিত শেয়ার মূলধন থাকবে সমিতির এবং এটি প্রাথমিক পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২৫০ কোটি টাকা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।

- এটি শেয়ার মূলধন, ভর্তি ও অন্যান্য পারিশ্রমিক, ঋণ, নগদ আমানত, বাণিজ্যিক কাগজপত্র, ব্যাঙ্ক/এফআইগুলির ওভারড্রাফ্ট, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুদান এবং ভর্তুকি, দেশ ও বিদেশের সদস্য এবং অন্যান্য সংস্থার অনুদান/অবদান, লাভের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করবে।
- আইশিআর-ও প্রস্তাবিত সমিতিকে তার কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রজননকারী বীজ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে সম্মতি জানিয়েছে।

বীজ সমিতির কার্যাবলী এবং সুযোগ:

প্রস্তাবিত সমিতি মানসম্পন্ন বীজ চাষ, বীজের বৈচিত্র্যের পরীক্ষা, উৎপাদন এবং প্রত্যয়িত বীজ বিতরণের পাশাপাশি একটি একক ব্র্যান্ডের নাম হিসেবে কৃষকদের ভূমিকা নিশ্চিত করে এসএসআর , ভীআরআর বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য সমস্ত উপায় এবং সমস্ত ধরনের সমবায় কাঠামোকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি (পিএসশিএস), মাল্টিস্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (এমএসশিএস) এবং জেলা, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ের ঐক্যতার মাধ্যমে কাজ করবে।

- সারাদেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রাথমিকভাবে, এর নিবন্ধিত অফিস গড়ে উঠবে নয়াদিল্লিতে।
- প্রাথমিক থেকে জাতীয় সহ সকল স্তরের সমবায়, যারা বীজ ব্যবসায় আগ্রহী তারা সদস্য হিসাবে প্রস্তাবিত সমিতিতে যোগদানের যোগ্য হবে।
- নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই সমিতি তার উপবিধি এবং এমএসসিএস আইন ও ২০০২ সালের বিধিমালা অনুসারে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সহায়তায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হবে। এটি তার সদস্যদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।
- এই সমিতি ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের বিভিন্ন স্কিম এবং নীতিগুলিকে কাজে লাগিয়ে পিএসিএস-এর মাধ্যমে পুরোপুরি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে তিন প্রজন্মের বীজ যেমন, প্রজননশীল, মূল এবং প্রত্যয়িত বীজের উৎপাদন, পরীক্ষা, শংসাপত্র, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, স্টোরেজ, ব্র্যান্ডিং, লেবেলিং এবং প্যাকেজিংয়ের উপর ফোকাস করে তার কার্যক্রমগুলি সম্পাদন করবে।

বীজ সমিতির সুবিধাবলী:

- এই বীজ সমবায় সমিতি নিশ্চিত করবে যাতে ২৯ কোটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জমির মালিক সমবায় কৃষক সদস্য উৎপাদন, বিতরণ, মানসম্পন্ন বীজ বিপণন এবং ঐতিহ্যগত প্রাকৃতিক বীজ সংরক্ষণের সুবিধা পায়। এই সমবায় সমিতি বীজ পরীক্ষার উন্নতি ঘটিয়ে এবং বীজ বৈচিত্র্য বিচারের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধন করবে।
- এই সমিতি তার সমস্ত মুনাফা গুণগত বীজ উৎপাদন, তাদের সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, বিপণন ইত্যাদি থেকে স্থানান্তরিত করে সমাজের বিধি মোতাবেক মজুদ হিসাবে একটি অংশ বজায় রাখার পরে অংশগ্রহণকারী কৃষক সদস্যদের হাতে তুলে দেবে।
- এই সমিতি সমবায়ের উন্নত মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদনশীলতা, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চয়, বিপণন এবং বিতরণের দিকে সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং ফলস্বরূপ গ্রামীণ অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন হবে, যা দেশের মেরুদণ্ড।
- বীজ সমিতি সমস্ত স্তরের সমবায়ের নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে বীজ প্রতিস্থাপনের হার, বৈচিত্র্য প্রতিস্থাপনের হার, মানসম্পন্ন বীজ চাষে কৃষকদের ভূমিকা এবং বীজের বৈচিত্র্য পরীক্ষা নিশ্চিত করবে এবং সাথে একক ব্র্যান্ড হিসেবে প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদন ও বিতরণে সহায়তা করবে। মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং কৃষকদের আয় বাড়াতে ও সাহায্য করবে। ভারতের ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন (এনসিইউআই) দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১৩.৩০% প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের উৎপত্তি সমবায় খাত দ্বারাই হয়। এই প্রস্তাবিত সমিতির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের ফলে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যার ফলে কৃষি ও সমবায় খাতে আরও কর্মসংস্থান হবে। মানসম্পন্ন বীজের প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং বিতরণও এই বিভাগগুলিতে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান তৈরি করবে যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি "মেক ইন ইন্ডিয়া" প্রচার করবে এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
- এটি সমবায়ের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি মডেলের মাধ্যমে 'সহকার-সে-সমৃদ্ধি'-এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে যেখানে সদস্যরা উৎপাদিত মানসম্পন্ন বীজের ভালো দাম আদায়, উচ্চ ফলনশীলজাত বীজ (এইচওয়াইভি) ব্যবহার করে ফসলের উচ্চ উৎপাদন এবং সমাজ দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বিতরণ সবদিক থেকেও লাভবান হবে।
- সমবায় সমিতির ২৯ কোটি সদস্য যারা মূলত কৃষক সম্প্রদায়, প্রান্তিক এবং গ্রামীণ এলাকায় নিম্ন আয়ের গোষ্ঠী, তারা প্রত্যেকেই উপকৃত হবেন।

ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হচ্ছে – পিএএস সি দ্বারা পেশ করা ৩০০ টিরও বেশি ই-পরিষেবা সরবরাহ করবে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন 'সহকার সে সমৃদ্ধি'-র বাস্তবতা প্রদানের পথে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩-এ। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, কৃষি ঋণ সমিতি (পিএসিএস) কার্যকরী করা, সাধারণ সেবা কেন্দ্র (সিএসসি) দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবা প্রাথমিকভাবে সক্ষম করার জন্য। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণলভের উপস্থিতিতে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সমবায় মন্ত্রণালয়ে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় বিদ্যুৎ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক, নাবার্ড এবং সিএসসি ই-গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস ইন্ডিয়া, নিউদিল্লি লিমিটেডের মধ্যে। সহযোগিতা প্রতিমন্ত্রী, বি এল ভার্মা, সচিব, সমবায় মন্ত্রক এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাছাড়াও ছিল নাবার্ড এবং এনসিডিসি।

সমবায় মন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, পিএসিএস হলো সমবায়ের প্রাণ এবং সেগুলো তৈরি ক'রে প্রায় ২০টি সেবা প্রদানকারী সংস্থা গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। তিনি আরো বলেন, গ্রামীণ ও কৃষি উন্নয়নে পিএসিএস -এর ভূমিকা ও অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তি সবার জন্যই শ্রেয় ব'লে তিনি ঘোষণা করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, এটি সমবায় সমিতি ও কৃষক উভয়কে শক্তিশালী করার পক্ষে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এবং সিএসসি ধারণাকে বোঝাতে সাহায্য ক'রে খুব সহজেই দেশের ক্ষুদ্রতম ইউনিটে সেগুলোকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই চুক্তিপত্রের মাধ্যমে, পিএসিএস এখন কাজ করতে সক্ষম হবে সিএসসি হিসাবে। এর সাথে, পিএসিএস -এর অন্তর্গত কৃষক সহ ১৩ কোটি গ্রামীণ জনগণের জন্য ৩০০টিরও বেশি পরিষেবা উপলব্ধ করা হবে। এটি পিএসিএস -এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধি করবে এবং তাদের হয়ে উঠতে সাহায্য করবে স্ব-টেকসই অর্থনৈতিক সত্ত্বা; এবং এই উদ্যোগের সাথে, পিএসিএস এখন সমস্তরকম সেবা সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। যেমন- ব্যাঙ্কিং, বীমা, আধার সহ নাগরিকদের জন্য সিএসসি স্কিমের ডিজিটাল সেবা পোর্টালে তালিকাভুক্ত পরিষেবাগুলি, আইনি পরিষেবা, কৃষি-ইনপুট যেমন খামার সরঞ্জাম, প্যান কার্ড, আইআরসিটিসি, রেল, বাস, এবং বিমান টিকিট সংক্রান্ত পরিষেবা, ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সহযোগিতা মন্ত্রীও ঘোষণা করেছেন যে জাতীয় সফ্টওয়্যার, যা পিএসিএস কম্পিউটারাইজেশনের চলমান কেন্দ্রীয়ভাবে-স্পন্সর স্কিমের অধীনে তৈরি করা হচ্ছে, সেটা পিএসিএস -এর সিএসসি হিসেবে কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হবে, যা একটি বিশাল বড় প্রাপ্য।

সূত্র : পি.আই.বি

এনশিইউআই-তে এনশিপি প্যানেল সভা : নতুন এনএনশিপি খসড়া কো-অপ নিয়োগ বোর্ড এবং কো-অপ বিচারসভা নির্মাণের প্রস্তাব দিতে পারে

২৪শে জানুয়ারী ২০২৩-এ, এনশিইউআই সদর দফতরে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সুরেশ প্রভুর সভাপতিত্বে, এনশিপি প্যানেল নতুন খসড়া তৈরির জন্য জাতীয় স্তরের কমিটির ষষ্ঠতম সভা আয়োজন করেছে। এই সভায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা কিছু ব্যক্তির পরামর্শের মধ্যে অন্যতম হলো- জাতীয় সমবায় অডিট ও অ্যাকাউন্টিং বোর্ড বা জাতীয় সমবায় গঠন অন্তর্ভুক্ত
বিচারসভা, এবং জাতীয় সমবায় নিয়োগ বোর্ড গঠন। এই সমস্ত বিপ্লবী ধারণা এবং প্যানেলিস্টদের পরামর্শ এনসিপির চূড়ান্ত খসড়াতে নথি হিসাবে একত্রিত করা হচ্ছে।
এনশিইউআই সভাপতি দিলীপ সাংঘানি, কেআরআইএম্মড এমডি রাজন চৌধুরী, আরবিআই কেন্দ্রীয় বোর্ডের পরিচালক সতীশ মারাঠে, এনএএফসিইউবি সভাপতি জ্যোতিন্দ্র মেহতা, ভীএএমএনআইসিওএম ডিরেক্টর হেমা যাদব, এনএফসিএসএফ এমডি প্রকাশ নাকনাভারে, নাবার্ডের চেয়ারম্যান শাজি কেভি, উদয়পুর দুধ উৎপাদন সহকারী সংঘের চেয়ারপারসন, গীতা প্যাটেল এবং অন্যান্য প্যানেল সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।
নতুন এনসিপি খসড়াতে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করা হয়েছে, যা নাবার্ডের মতোই কার্যকরী হবে। খসড়ায় আরও কয়েকটি শীর্ষ সংস্থার প্রস্তাব করা হবে। পলিসি ডকুমেন্টের মধ্যে রয়েছে ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, ন্যাশনাল কো-অপ ইউনিভার্সিটি, সেন্টার ফর এক্সিলেন্স, ন্যাশনাল কো-অপ অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং বোর্ড, ন্যাশনাল এক্সপোর্ট মাল্টিস্টেট কোপ সোসাইটি, ইত্যাদি। নতুন এনশিপি ২০২২ খসড়া, আগামী ২৫ বছরের জন্য রোডম্যাপ অফার করে; অর্থাৎ, ২০২৪ থেকে ২০৪৭ পর্যন্ত। কৌশলটি হল আড়াই লক্ষ কার্যকরী পিএশি -কে কম্পিউটারাইজ করা, সেগুলিকে সাধারণের মধ্যে আনা জাতীয় প্রচার মাধ্যম এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে জাতীয় কো-অপ ডাটাবেস একত্রিত করা। এবং, ২০৪৭ সালের মধ্যে,
এনশিপি খসড়া অনুযায়ী ৬ লক্ষ নতুন পিএশি, দুগ্ধ ও মৎস্য খামার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া ৫০ কোটি বোর্ড-সদস্য এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলা হয়।

সূত্র : ইন্ডিয়াকোঅপারেটিভ.কম

গান্ধীনগরে বি২০ ভারতের সূচনা সম্মেলন:

৩ দিন ব্যাপী বি২০ ইন্ডিয়া মিট সম্প্রতি গুজরাটের গান্ধীনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডঃ চন্দ্রপাল সিং যাদব (প্রেসিডেন্ট আইসিএ-এপি এবং চেয়ারম্যান কেআরআইবিএইচকো), দিলীপ সাংঘানি (প্রেসিডেন্ট এনশিইউআই এবং চেয়ারম্যান আইএফএফকো),

এবং সাবিত্রী সিং (ডেপুটি চিফ এক্সিকিউটিভ, এনশিইউআই) এই মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে, উন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের এই গ্রুপ, জি২০ -এর সভাপতিত্ব করে ভারত। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, ভারত ১৮তম জি২০ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করবে। যেখানে আগে, বি২০ সহ জি২০ -এর প্রধান গ্রুপগুলির বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।
বিজনেস টোয়েন্টি (বি২০) অন্যতম প্রধান অফিসিয়াল গ্রুপ, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কোম্পানি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং বহুপাক্ষিক সংস্থা। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)-কে সরকারীভাবে বি২০ সেক্রেটারিয়েট হিসাবে মনোনীত করা

হয়েছে, ভারতের G20 প্রেসিডেন্সিতে নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য। বি২০ ভারত ৭টি টাস্ক ফোর্স এবং ২টি টাস্ক কাউন্সিলের মাধ্যমে কাজ করবে।

জি২০ গ্রুপে রয়েছে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

এনশিইউআই, সি-২০ ওয়ার্কিং গ্রুপের ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছে

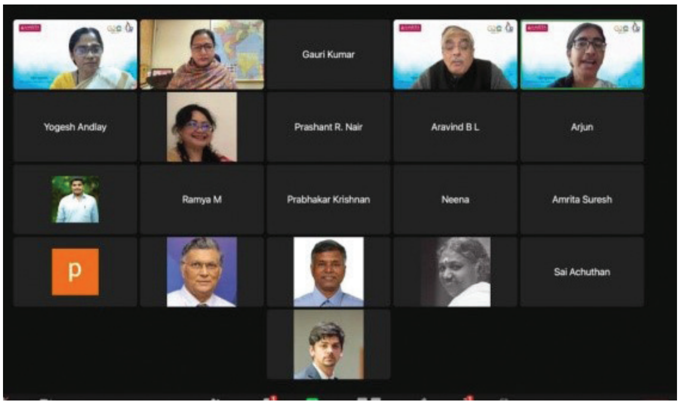

এনশিইউআই -এর ডেপুটি সিই (সিই), সাবিত্রী সিং সি-২০ ওয়ার্কিং গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত একটি ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন ২০২৩ সালের ২২-শে জানুয়ারী। ওয়েবিনারের মূল বিষয় ছিল "লিঙ্গ এবং সুশীল সমাজ গঠনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি এবং নীতি" সংক্রান্ত।

এনশিইউআই -এর ডেপুটি সিই ভারতের সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তন করেন এবং তাদের উল্লেখযোগ্য তালিকা করার পাশাপাশি সফল ভারতীয় কো-অপ ব্যবসার বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যে ব্যবসা ৩০ কোটি কো-অপ সদস্যের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

সি২০ -তে মূল নীতি বার্তা হিসাবে তিনি সুপারিশ করেন যে, কো-অপদের অবদানকে এসডিজি-র অর্জনে একটি প্রধান কারণ হিসাবে স্বীকৃত করা উচিত এবং বিভিন্ন জি২০ ওয়ার্কিং গ্রুপে যথাযথ স্থান দেওয়া ও প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করার কথাও তিনি বলেন। সিভিল 20 (সি২০), জি২০ গ্রুপের একটি দাপ্তরীক নিয়োগকারী গ্রুপ। যেহেতু জি২০ -এর প্রচার মাধ্যম নাগরিক সমাজ সংস্থাগুলির জন্য, সেহেতু জি২০ নেতাদের কাছে সি২০, বেসরকারী এবং অ-ব্যবসায়ীদের কণ্ঠস্বর হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে ভারত জি২০ -এর রাষ্ট্রপতির পদে রয়েছে।

এনশিইউআই নিটকন লিমিটেডের সাথে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছে : কো-অপ উদ্যোক্তাদের প্রচারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

কো-অপ প্রচারের জন্য স্বনামধন্য সংস্থাগুলির সাথে সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে, এনশিইউআই , ২-রা ফেব্রুয়ারী, ২০২৩-এ নিটকন লিমিটেড-এর সাথে একটি চুক্তি পত্র স্বাক্ষর করেছে এনশিইউআই -এর সভাপতি, দিলীপ সাংঘানি, ড. সুধীর

মহাজন, সিই, এনশিইউআই; এবং সতবিন্দর সিং, এমডি, নিটকন লিমিটেড-এর উপস্থিতিতে।

এই উল্লেখযোগ্য সহযোগিতার মাধ্যমে, এনশিইউআই এসএইচজি-র এবং কো-অপগুলি পণ্যের প্রচারের জন্য পেশাদারি সহায়তা পাবে। এছাড়াও, সমান্তরালভাবে বিপণনের বিকাশ ঘটবে, উদ্যোক্তাদের সাথে ইনকিউবেশন সেন্টারকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে, ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম, এবং আইটি পরিষেবা সহ রেকর্ডের ডিজিটাইজেশন, সফ্টওয়্যার উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আইটি হার্ডওয়্যার সরবরাহ, ইত্যাদিও হবে।

১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, নিটকন লিমিটেড, এমন একটি সরকারি সংস্থা, যা আইটি এবং পরামর্শ পরিষেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে প্রশিক্ষণ এবং ক্ষমতা প্রদানের কাজ ক'রে থাকে।